প্রথম আলো

তারিখ 20 JUL 2008 পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

ওদের নম্বর বেশি হলেও বয়স কম তাই ভর্তির সুযোগ নেই

শরিফুজ্জামান পিন্টু

মতিঝিল আইডিয়াল স্কুলের সেরা ছাত্রী (ফার্স্ট গার্ল) শতাব্দী সাহা পিংকী এবার এসএসসি পরীক্ষায় প্রতি বিষয়ে গড়ে ৯৬ নম্বরেরও বেশি পেয়েছে। উদয়ন বিদ্যালয়ের সেরা ছাত্রী ঋত্বিকা মজুমদারের গড় নম্বর প্রায় ৯৫ শতাংশ। রাজধানীর আলী আহমেদ উচ্চবিদ্যালয়ের আফসানা আলম খান শিক্ষাজীবনে কখনো দ্বিতীয় হয়নি, সব বিষয়ে এ প্লাস পেয়েছে। এই তিন মেধাবীর একজনও ভিকারুননিসা নূন কলেজে ভর্তির সুযোগ পায়নি।

এসব দৃষ্টান্ত সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে ব্যাপক নাড়া দিয়েছে। এরই সূত্র ধরে বিশেষ অনুসন্ধানে দেখা গেছে, ১৯৯১ ও ১৯৯২ সালে যেসব ছাত্রছাত্রীর জন্ম, তাদের বেশির ভাগই গড়ে ৮০ থেকে ৮৩ নম্বর পেয়ে কলেজে ভর্তির সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু ১৯৯৩ সালে যাদের জন্ম, তাদের বেশির ভাগ ৯০ থেকে ৯৭ শতাংশ নম্বর পেয়েও ভর্তির সুযোগ পায়নি। শতাব্দী, ঋত্বিকা ও আফসানার জন্ম ১৯৯৩ সালে। তাই সব বিষয়ে এ প্লাস পেলেও ওরা ভর্তির সুযোগ পায়নি।

গ্রেডিং পদ্ধতি অনুযায়ী গড়ে সব বিষয়ে ৮০ নম্বর পেলে একজন শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পায়। কিন্তু কলেজে ভর্তির প্রতিযোগিতায় যে শিক্ষার্থী ৯৫ নম্বর পেয়েছে, তার মূল্যায়নও হচ্ছে ৮০ নম্বরপ্রাপ্ত পরীক্ষার্থীর সঙ্গে। একই গ্রেড পয়েন্ট থাকায় নম্বরের বদলে মূল্যায়ন করা হচ্ছে বয়স। গ্রেডিং পদ্ধতিতে নম্বর দেখার সুযোগও নেই। যদিও শিক্ষা বোর্ড বৃত্তি দেয় নম্বরের ভিত্তিতেই।

ভিকারুননিসা নূন কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ রোকেয়া আকতার বেগম *প্রথম আলোকে* বলেন, কলেজের ভর্তি কমিটি শতাব্দী, ঋত্বিকাসহ কয়েকজনের ভর্তির বিষয় নিয়ে বিব্রত। তিনি নিজেও ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যানের সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলেছেন। অধ্যক্ষ জানান, সব বিষয়ে এ প্লাস পাওয়া ছাত্রীদের মধ্যেও ১৯৯২ সালের জুন মাস পর্যন্ত যাদের জন্ম, তাদের নেওয়া সম্ভব হয়েছে। কিন্তু যাদের নেওয়া হয়েছে তাদের অনেকের চেয়েও যে বাদ পড়া শিক্ষার্থীরা মেধাবী, এটা ভর্তি কমিটি নিশ্চিত হয়েছে। অধ্যক্ষ আরও জানান, শিক্ষা কর্তৃপক্ষ বিশেষ অনুমতি দিলে তিনি ওদের নিতে চান।

এ বিষয়ে যোগাযোগ করা হলে ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মনিরুল ইসলাম *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমিও চাই ওই মেধাবীদের নেওয়া হোক। কারণ যখন বোর্ড বৃত্তি দেওয়া হবে, তখন নম্বর বেশি পাওয়ায় ওরাই মনোনীত হবে। এ বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেছি।'

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

ওদের নম্বর বেশি হলেও

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কয়েক বছর ধরে জিপিএর ভিত্তিতে কলেজে ভর্তি চলছে। ইতিপূর্বে ছোটখাটো সমস্যা তৈরি হলেও এ বছর তা প্রকট আকার ধারণ করেছে। এর প্রধান কারণ জিপিএ-৫ পাওয়া ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা অস্বাভাবিক বেড়ে যাওয়া। ঢাকা বোর্ডে এ বছর জিপিএ-৫ পেয়েছে ১৮ হাজার ৯৩৬ জন। ঢাকা শহরেই এ সংখ্যা ১০ হাজার ৮৫৭। আর সারা দেশে জিপিএ-৫ পাওয়া ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা সাড়ে ৫২ হাজার। এর মধ্যে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডে জিপিএ-৫ পাওয়ার সংখ্যা ১০ হাজার ৫২৬। দাখিল পাস করা ১১ ছাত্রী এবার ভিকারুননিসা নূন কলেজে ভর্তির সুযোগ পেয়েছে।

বিশ্লেষণে দেখা গেছে, মাদ্রাসা থেকে জিপিএ-৫ পাওয়া বেশির ভাগ ছাত্রছাত্রী আলিম পড়ার বদলে ভালো কলেজে ভর্তির চেষ্টা করছে। সাধারণত মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা একটু বেশি বয়সে পড়াশোনা শুরু করে। ফলে তাদের অনেকেই ভালো কলেজে ভর্তির সুযোগ পাচ্ছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র বলছে, কোচিং, হয়রানি, আর্থিক ক্ষতি এবং ভর্তি-দুর্নীতি রোধে তিন বছর ধরে জিপিএর ভিত্তিতে সুষ্ঠুভাবে কলেজে ভর্তি সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু এ বছর জিপিএ-৫-এর সংখ্যা প্রায় ২০ হাজার বেড়ে যাওয়ায় ভালো কলেজগুলোর ওপর অস্বাভাবিক চাপ পড়েছে। তবে মন্ত্রণালয়ের হিসাবে ভালো কলেজে প্রতিযোগিতা থাকলেও আসনের সংকট নেই।

মন্ত্রণালয়ের একজন নীতিনির্ধারণী কর্মকর্তা বলেছেন, নতুন পরিস্থিতি এবং বিশেষ অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হওয়ায় আগামী বছর বিষয়টি নিয়ে ভাবতে হবে।

এদিকে সব বিষয়ে এ প্লাস পেলেও ভর্তির নিশ্চয়তা না থাকায় অনেকেই পাঁচ-সাতটি কলেজ থেকে ফরম সংগ্রহ করছে। রাজধানীর সিটি কলেজের সামনে কথা হয় অভিভাবক সালমা আমানের সঙ্গে। তিনি বলেন, তাঁর মেয়ের জন্য ছয়টি কলেজ থেকে ফরম নিয়েছেন। এরই মধ্যে তিনটি নাকচ হয়ে গেছে। বাকি তিনটি কলেজে ভর্তির সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনাও ক্ষীণ।

অন্যদিকে একাধিক ভালো কলেজে ভর্তির জন্য মনোনীত হওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যাও কম নয়। অনেকেই একাধিক কলেজে ভর্তির তালিকায় থাকবে। তাই মূল ভর্তি শেষ হলে দেখা যাবে, কিছু আসন খালি রয়েছে। সে ক্ষেত্রে মূল তালিকার পাশাপাশি অপেক্ষমাণ তালিকা থেকেই শিক্ষার্থী নেওয়া হবে।

ঢাকা বোর্ড সূত্রে জানা যায়, ২৭ জুলাই থেকে বোর্ড নম্বরপত্র দেওয়া শুরু করবে। নম্বরপত্র হাতে পেলে একজন শিক্ষার্থী একাধিক প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারবে না। কারণ মূল নম্বরপত্র কলেজে জমা রাখতে হবে।